

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৭৮৬

১/ বিবিধ

আরবী

دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبي لأمته

موضوع

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 185) عن إبراهيم بن معمر: حدثنا أبو أيوب بن أخي زبريق بن الحمصي: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي: حدثنا خلف بن حبيب الرقاشي: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره مرفوعا. أورده في ترجمة إبراهيم هذا وكنيته أبو إسحاق الجوزجاني، روى عنه جماعة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك صنع الحافظ ابن عساكر (2 / 275 / 2)

وأبو أيوب هذا لم أعرفه ولم يورده الدولابي في " الكنى " وكذا لم أعرف خلف بن حبيب الرقاشي، وأخشى أن يكون وقع في السند تحريف، وأنه تحريف قديم من بعض رواة " أخبار أصبهان "، فإن الإسناد هو في " تاريخ ابن عساكر "، من طريق أبي نعيم كما ذكرته عن أبي نعيم. أما الحامل على الخشية المذكورة فهو أنني رأيت ابن قدامة ذكر في " المنتخب " (11 / 214 / 2)

" قال إسحاق بن إبراهيم (هو ابن هاني) : عرضت على أبي عبد الله: يحيى بن سعيد عن سعد أبي حبيب عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا به؟ فقال: حديث باطل منكر، وسمعت يقول: سعد أبو حبيب ليس بشيء ". ثم رأيت في " مسائل ابن هاني " (ص 156 مخطوطة المكتب الإسلامي) (1) فصواب الإسناد إذن " سعد أبي حبيب عن يزيد الرقاشي " وهكذا وقع في " اللآلي " (2 / 295) . ويؤيده ما في " الميزان " :

سعد أبو حبيب عن يزيد الرقاشي، قال أحمد: ليس حديثه بشيء". وقد سقطت هذه الترجمة من "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر، مع أنها ليست في كتاب "تهذيب التهذيب" له

ثم إن الحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3 / 87) مستندا على حكم الإمام أحمد عليه بالبطلان كما سبق، وأقره السيوطي في "اللآلي" ثم تناقض، فأورده في "الجامع الصغير" من رواية الديلمي عن أنس! وتعقبه المناوي بقوله: ورواه عنه أيضا أبو نعيم وعنه أورده الديلمي مصرحا، فلو عراه المصنف للأصل لكان أحسن، قال الزين العراقي في شرح "الترمذي": "هذا حديث منكر". وحكم ابن الجوزي بوضعه، وقال: قال أحمد: هذا حديث باطل منكر. وأقره عليه المؤلف في مختصر الموضوعات

বাংলা

৭৮৬। পুত্রের জন্য পিতার দোআ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কর্তৃক তার উম্মাতের জন্য দো'আর ন্যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি আবু নোয়াইম "আখবার আসবাহান" (১/১৮৫) গ্রন্থে ইবরাহীম ইবনু মামার হতে তিনি আবু আইউব ইবনু আখী যাবরীক হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-উমাবী হতে তিনি খালাফ ইবনু হাবীব আর-রুকাশী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এই ইবরাহীমের জীবনীতে তিনি হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, তার কুনিয়াত হচ্ছে আবু ইসহাক আল-জুযদানী। তার থেকে একদল বর্ণনা করেছেন অথচ তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। হাফিয ইবনু আসাকিরও তাই করেছেন। আর আবু আইউবকে আমি চিনি না। দুলাবী তাকে "আল-কুনা" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। আমি খালাফ ইবনু হাবীব আর-রুকাশীকেও চিনি না। আমার ভয় হচ্ছে যে, সনদটিতে উলট পালট করা হয়েছে। ভয় হওয়ার কারণ এই যে, ইবনু কুদামাহ "আল-মুস্তাখাব" (১১/২১৪/২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (ইবনু হানী) বলেনঃ আমি হাদীছটি আবু আবদিল্লাহ (ইমাম আহমাদ) নিকট পেশ করেছিলাম, তিনি বলেনঃ হাদীছটি বাতিল, মুনকার। তাকে বলতে শুনেছিঃ সা'আদ আবু হাবীব কিছুই না। সঠিক হচ্ছে এই যে, সা'আদ আবু হাবীব ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ "আল-লাআলী" (২/২৯৫) গ্রন্থেও এসেছে। "আল-মীযান" গ্রন্থে যা এসেছে সেটিও এটিকে আরো শক্তিশালী করছেঃ বলা হয়েছে, সা'আদ আবু হাবীব ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেনঃ তার হাদীছ কিছুই না।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি “আল-মাওযু আত” (৩/৮৭) গ্রন্থে ইমাম আহমাদ কর্তৃক বাতিল বলে হুকুম লাগানো কথার উপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেছেন। হাফিয সুযুতী “আল-লাআলী” গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন। অতঃপর তিনি দ্বন্দ্ব পড়ে হাদীছটি “আল-জামেউস সাগীর” গ্রন্থে দাইলামীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানবী তার সমালোচনা করেছেন।

যায়ন আল-ইরাকী “শারহত তিরমিযী” গ্রন্থে বলেনঃ এ হাদীছটি মুনকার।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71665>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন